



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 435 - 438

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

ভগীরথ মিশ্র : সামন্ততান্ত্রিক গ্রামজীবনের লোকভাষা

দীপঙ্কর কোটাল

গবেষক, বাংলা বিভাগ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: dipankarkotal96@gmail.com



Received Date 15. 06. 2026

Selection Date 15. 07. 2026

Keyword

Bhagirath Mishra,
Marginalized
group, Dalit,
Traders in folk
culture, Popular
tradition, Socio-
economic Realities,
Political
Consciousness,
Social Justice.

Abstract

Bhagirath Mishra is a distinguished writer with a unique voice in contemporary Bengali literature. His debut collection of short stories, 'Gigansia o Onyanyo Golpo', was published by 'Amrita Lok Prakashani', West Midnapore, in 1983. He remains highly active in his creative pursuits. Over the years, he has authored numerous short stories and novels, most of which draw their inspiration from the lives of the Dalit, the neglected in short, the marginalized sections of society. The term 'marginalized groups' primarily refers to those whose lives have been distorted by the inevitable consequences of imposed societal power structures and who have fallen victim to the dominance of specific groups. Bhagirath Mishra's works both short stories and novels centered on marginalized lives are characterized by a rich diversity of themes. An analysis of these works reveals that the personal and family lives of marginalized individuals encompassing love and estrangement, marital dynamics, greed and desire, simplicity and tenderness, as well as their political consciousness, religious practices, beliefs, and economic realities are all vividly reflected within the narrative fabric of his writing.

Discussion

বহু মানুষের জীবনকথা সহজে বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার শিল্প মাধ্যম হল কথাসাহিত্য। কথাসাহিত্যের মূল পাঠ (Text) কোন না কোন সময় সমাজের পটভূমির (Context) উপর ভর করে গড়ে ওঠে। বহু মানুষের জীবনকথা সহজে, বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার শিল্প মাধ্যম হল কথাসাহিত্য। সাহিত্যের উপর বিশেষ করে কথাসাহিত্যের উপর দেশকাল, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা পুঞ্জের প্রভাব প্রকট। ফরাসি সাহিত্যে তাত্ত্বিক Hyppolyte Taine এর - Race-Milieu, Moment থিওরি অনুযায়ী জনজাতি কোন বিশেষ ভূখণ্ডের আঞ্চলিক পরিবেশ এবং সমকাল সাহিত্যকে প্রভাবিত করবেই। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে বাংলা কথাসাহিত্যের যে যাত্রাপথ তা অনেকাংশে দেশ-কাল ও আঞ্চলিক পটভূমির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। বাংলা কথাসাহিত্যের আঞ্চলিকতা প্রভাব ব্যাপক। প্রথম যুগের বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কিংবা তারাশঙ্কর, মানিক অথবা অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রত্যেক লেখকের কলমে আঞ্চলিকতা বিশেষ শিল্পরূপ লাভ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতি এবং তার জনজীবন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এসে উপস্থিত

হয়েছে। কখনো নদনদী, কখনো অরণ্য, পর্বত অথবা নগরজীবন তার স্বকীয়তা চিহ্নিত করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল বাংলা কথাসাহিত্যের পটভূমি নির্মাণ করেছে। এমনি আমরা একবিশেষ অঞ্চলের উপর আলোকপাত করতে চাই, সেটি হল দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের এক প্রান্তিক জেলা অবিভক্ত মেদিনীপুর। এই অঞ্চলটি সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলা সাহিত্যকে বারে বারে প্রভাবিত করেছে। কথাসাহিত্যের সূচনালগ্নে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসটিতে এই মেদিনীপুরের কাঁথি অঞ্চলের ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। রাজনারায়ণ বসু এই মেদিনীপুর অঞ্চলে থাকার অভিজ্ঞতা তাঁর ‘আত্মচরিত’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। শরৎচন্দ্রের ‘পল্লীসমাজ’, ‘মেজ দিদি’, ‘বড়দিদি’ উপন্যাসে যে গ্রাম্য পটভূমি ব্যবহৃত হয়েছে তার অধিকাংশ মেদিনীপুর অঞ্চলের। এই ভাবেই দেখা যায় বাংলা সাহিত্যের বহু লেখকের জন্ম বা কর্মসূত্রে মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে থেকেছেন এবং তাঁরা যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাকেই কথাসাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার অবিভক্ত মেদিনীপুর আধুনিক যুগের বেশ কয়েকজন কথা সাহিত্যিকদের লেখায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ধরা পড়ে। বিশেষ করে সত্তরের দশকের পর বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের হাত ধরে শুধু শহর মফস্বলই নয় প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে লেখা প্রকাশিত হতে লাগল। সেইসূত্রে বহু লেখকদের কলমে আঞ্চলিকতা তার নতুন বর্ণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

ভগীরথ মিশ্র মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি থানার সাঁতরাপুর গ্রামের ভূমিপুত্র, বাল্য-কৈশোর তিনি এই গ্রামেই কাটিয়েছেন। কর্মসূত্রে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় থাকলেও তাঁর লেখায় গ্রামজীবন উঠে এসেছে তা ওই কৈশোর ও যৌবনকালে কাটানো মেদিনীপুরের প্রান্তিক অঞ্চল। একথা লেখক বারেবারে অকপটে স্বীকার করেছেন –

“গ্রামেই আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। একেবারে সামন্ততান্ত্রিক পরিমণ্ডল, ঘরে ও বাইরে। চারপাশে আদিবাসীদের গ্রাম। সন্ধ্যা প্রহরে মাদলের দ্রিমি দ্রিমি বোল ভেসে আসে হাওয়ায়। শাল মহুয়ার জঙ্গল হাতছানি দিয়ে ডাকে। মাথার উপর বিশাল নীল আকাশ। তার তলায়, লোভ-লালসা পবিত্রতা নিয়ে হরেক কিসিমের শিকলে বন্দি মানুষ। এমনই পরিবেশে আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা।”

ভগীরথ মিশ্রের কথাসাহিত্যে মেদিনীপুরের জনজীবনের কথা উঠে এসেছে সাতের আটের দশককে কেন্দ্র করে এবং তা বিস্তৃতি লাভ করেছে একবিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত। জমিদারি উচ্ছেদ আইন, ভূমি সংস্কার, পঞ্চাশ ষাটের বামপন্থী কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন, সামন্ততন্ত্রের বিবর্তন, পঞ্চায়েতি রাজ, নকশাল আন্দোলন, দেশ ও রাজ্যের জঙ্গলমহল জুড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গী আন্দোলন, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার ফলস্বরূপ বামপন্থী সরকারের পতন। এই দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সামাজিক অভিযাতগুলি ভগীরথ মিশ্রের গ্রাম জীবনের গল্পের পরতে পরতে মিশে রয়েছে। সাতের ও আটের দশকে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ইত্যাদি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে জোতদারদের জমি দখল রাখার অপচেষ্টায় বাধা দিয়ে মেহনতী মানুষের প্রাপ্য পাওনা আদায়ের দাবি নিয়ে যে ভূমি আন্দোলন শুরু হয় তার বাস্তব রূপ ধরা পড়েছে ‘সে ফেরেনি’ গল্পে। এই গল্পে জোতদারদের বেনামী জমি দখলের ডাকে জটা যায় পার্টির কথায় রঘু ঘোষালের বিরুদ্ধে দাঙ্গা করতে। সেই দাঙ্গায় গ্রেফতার হয়ে যাওয়া জটা তিনবছর পর ছাড়া পায়, তখন জমি দখল আইন বাস্তব রূপ লাভ করে। এই গল্পে জোতদারদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং পুলিশের অত্যাচারের কাহিনী রূপলাভ করেছে। ‘বাঘের ডাক’ গল্পে এসেছে বর্গা আন্দোলনের প্রসঙ্গ। এই গল্পে দেখা যায় জমিদার মহাপাত্রদের জমি বেনামী করা ছিল মাহিন্দ্রের নামে। কিন্তু এই আন্দোলন শুরু হওয়ার পর মহাপাত্ররা তাদের বেনামী জমি অধিগ্রহণ করে ওই জমির বর্গাদার হয়ে যায়। আবার ‘ব্যাকড়া’ গল্পে এই জমিদার জোতদারদের বিরুদ্ধে কৃষক নেতা সদানন্দ মাঝির নেতৃত্বে ভূমিহীন কৃষকদের, লড়াই ঢাকের আওয়াজ এর প্রতীকে এক অনবদ্য রূপ লাভ করেছে। এই গল্পে গাজন প্রসঙ্গে ব্যাকড়ার কথা এসেছে, এটি মেদিনীপুরের শিবের গাজন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত একটি রীতি। ঢাকের তালে তালে নাচতে নাচতে বেহুশ হয়ে পড়া এবং আবার চেতনা পাওয়া, ঢাক এখানে নিছক উৎসব-অনুষ্ঠানে প্রতীক হয়নি, এখানে আত্মজাগরণের প্রতীক হয়েছে। শেষরাতে নেতা সদানন্দের উঠোনে ঢাকের আওয়াজ শুনে বটাই তার ব্যাকড়ার নেশা কাটিয়ে দৌড় দিয়েছে বেনামী জমি দখলের লড়াই এর জন্য।

পশ্চিম মেদিনীপুরের পশ্চিম অঞ্চলে ভগীরথ মিশ্রের জন্ম হওয়ায় ওড়িশা সংলগ্ন বাঙালি জনজীবনের লোকাচার, লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের বিভিন্ন দিক তার লেখায় ফুটে উঠেছে। লোকবিশ্বাস বা লোককাহিনী ভগীরথ মিশ্রের অনেক

গল্পেরই ভরকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন - ‘ইন্দরযাগ’ গল্পটির কথা বলা যেতে পারে। এই গল্পে লক্ষ্মিন্দর নামের এক গুণিনের কথা এসেছে। যে আকাশ থেকে বৃষ্টি নামাতে পারে, আরো অনেক কুহক বিদ্যা জানে। শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি নামাতে লক্ষ্মিন্দরকে ভৈরব গাঙ্গুলী নির্দেশ দেয় কেবলমাত্র তার নিজের জমিতে। কিন্তু লক্ষ্মিন্দর সেই কথায় রাজি হয় না, সে ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যায় আর তার সঙ্গে যোগ দেয় গ্রামের শোষিত কালো এর ছায়ামূর্তি। এভাবেই ভূমির মালিকদের নিষ্ঠুরতা ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে লোকবিশ্বাসের আবরণে রূপদান করেছেন লেখক। ‘দৃষ্টি’ গল্পে এমনই একজন গুণিনের অলৌকিক কার্যকলাপের কথা এনেছেন লেখক। ঝাড়েশ্বর লুহার নামের এক গুণীন তার নিজের বিদ্যার দ্বারা সাধারণ মানুষের উপকার করে, তাদের দুঃখ কষ্ট দূর করে। ‘অভিমন্যু’ গল্পে রূপক হিসেবে লোককথার ব্যবহার করেছেন, যেখানে ধনেশ পাখি তার নিজের জিব খানা মুখ গহ্বর থেকে বেমালাম এক গুণীন তার নিজের বিদ্যার দ্বারা সাধারণ মানুষের উপকার করে, তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে। আত রূপক হিসেবে লোককথার ব্যবহার করেছেন, যেখানে ধনেশ পাখি তার নিজের জিব খানা মুখ গহ্বর থেকে বেমালাম উধাও করে দেয় আবার জলের স্বাদকে, টুক-মিষ্টি ও ততো-তে পরিণত করে। ‘পুত্রোষ্টি’ গল্পে পুত্র লাভের আশায় প্রহল্লাদ তুংয়ের নানা তীর্থে ঘুরে বেড়ানোর, বিশ্বাস ও মানতের কথা এসেছে। এই লোক বিশ্বাস বা লোকসংস্কার গুলি গল্পে ব্যবহার প্রসঙ্গে এবং এর তাৎপর্য বোঝাতে লেখক নিজেই বলেছেন-

“ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিপন্ন কোড (code) গুলি ব্যক্তি ও সমষ্টির মানসলোকে প্রতিদিন কিভাবে ভাঙছিল গড়ছিল, কিভাবে তৈরি করছিল এক স্বতন্ত্র মানসলোকের রূপরেখা, আমি আমার উপন্যাসগুলিতে বলতে চেয়েছি, একেবারে সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে, সেগুলিই। ফলে আমার উপন্যাস গুলিতে অনিবার্যভাবে এসেছে এ রাজ্যের কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনগুলি; এসেছে ডাইন, ওঝা ভূত-প্রেত, বাবা অবতারদের কথা... বহিরঙ্গে এই বিষয়গুলি কে রেখে তার তলার পরত গুলিতে ধরতে চেয়েছি স্রষ্টার নির্লিপ্ততায় জীবনের যাবতীয় রহস্য গুলিকে।”^২

ভগীরথ মিশ্রের ছোটগল্পের অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে আদিবাসী ও অন্ত্যজ জীবন। প্রথম থেকেই লেখক এর লাভ করা। এ বিষয়ে লেখক নিজে বলেছেন-

"কেবল প্রকৃতিই নয়, চার পাশের সবাই এর সঙ্গে বন্ধাহীন মেশামেশির সুবাদে আমি যে কত বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে এসেছি তার বুঝি ইয়ত্তা নেই। সেই মিশামিশিতে কোনো বাছ-বিচার নেই। ছিল না কোন সামাজিক অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ।”^৩

এই কারণে তাঁর গল্পে বিচিত্র পেশা ও জাতির মানুষজনের উপস্থিতি লক্ষ্য করার মতো-আদিবাসী, হরিজন, বাউরি, গুড়মারা, বাগদি, ডোম, মেথর, লোথা প্রভৃতি। এইসব মানুষদের জীবনে টিকে থাকার জন্য রুজি রোজগারের জন্য যে আত্ননাদ তা লেখক এর বিভিন্ন গল্পে ফুটে উঠেছে। যেমন ‘সুবচনী’ গল্পে বাউরিদের জীবনযাত্রার কথা, যারা লোকের হয়ে ঝগড়া করে করে জীবিকা নির্বাহ করে। ‘দৃষ্টি’ গল্পে এক অন্ধ কৈলাস শিকারির জীবনযাত্রার কথা, ভিক্ষাবৃত্তি আর লৈতনের কষ্টের সংসার তাদের জীবন যাপনের চিত্রে অন্ত্যজ শ্রেণীর চেহারা ভাষার রূপ লাভ করেছে। ‘রাবণ’ গল্পে এসেছে গুড়মারা প্রহরাজের অসহায় জীবন এবং শেষ পর্যন্ত গুড়মাহালের মালিক রাবণের নিষ্ঠুর ভাবে প্রহরাজকে হত্যা করার মর্মান্তিক চিত্র। ‘আত্মপীড়ন’ গল্পে নাপিতদের জীবনযাত্রার চিত্র যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে সুবর্ণরেখা তীরবর্তী কাঁকর মাটির ফসল আখ থেকে গুড় প্রস্তুতির খুঁটিনাটি চালচিত্র। মানসিক ও শারীরিক চাহিদা তার লেখায় বড় হয়ে দেখা দেয়। এ বিষয়ে অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী তাঁর ‘ছোটগল্পের বিষয়-আশয়’ গ্রন্থে বলেছেন -

“ভগীরথ মিশ্র ও বাস্তবের নিষ্ঠুরতা বর্জন করেন না। তাঁর গল্পে মানুষের ক্ষুধা যেন আলাদা একটা চরিত্র। নিরন্তর মারথিয়ে এবং প্রায় না খেয়ে ভারতের মানুষ কিভাবে বেঁচে থাকে তারই চলচ্চিত্র পাঠক কে টেনে রাখে তাঁর গল্পে। হলমারা ভোমরা মাঝি-র মতো গল্প লেখার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজের কৃত্রিমতার ছবিও তিনি এঁকেছেন। তবু লেবারণ বাদ্যিগর-এর মত সরল অভাবের গল্প-যার পটভূমিতে জটিল প্রতারণাময় এই দেশের প্রশাসন- তাঁর স্বাভাবিক ক্ষেত্রে বলে মনে হয়।”^৪

চরিত্রচিত্রণ ছোটগল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। চরিত্র নির্মাণের নৈপুণ্যের উপর লেখকের সার্থকতা বহুলাংশেই নির্ভরশীল। ভগীরথ মিশ্রের প্রান্তিক জীবনান্ধী ছোটগল্পগুলিতে স্বভাব-স্বরূপ ও মনোগত বৈশিষ্ট্যে বর্ণনায় বিভিন্ন মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের কেউ সহজ সরল - যেমন ‘সে ফেরেনি’ গল্পের জটা দণ্ডপাট, কেউ বা শঠ, অত্যাচারী। এমনই একটি মানুষ ঝাড়েশ্বর লুহার। আত্মস্বার্থসর্বস্ব নেশাগ্রস্ত, জুয়াড়ি। নিজের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য ও নেশার বস্তু জোগাড় করতে সে স্ত্রীকে পতিতা হতেও চাপ দেয়। আপন ঔরসজাত সন্তানকে স্বীকৃতি না দিয়ে বরং তাকে হত্যা করতে চায় বলে, -

“শালা, ল্যাংড়া বোসের ছা! একদিন বাগে পাই, বাপের দশা কইবো। উয়ারও একটা ঠ্যাং লিবই লিব।”^৫
রোগজীর্ণ শরীরের বেঁচে থাকার স্বপ্ন মেয়াদকে ভালো করে ভোগ করতে চেয়ে জীবনের প্রতি চরম অনুরাগে ঝাড়েশ্বর চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

ভগীরথ মিশ্র অনেকগুলি উপন্যাসের পটভূমি এবং তাতে ব্যবহৃত কথ্য ভাষায় মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং সীমান্ত বাংলার মিশ্র বাংলা যেমন - রাঁচি-হাজারীবাগের কথ্য ভাষা রয়েছে। ‘তস্কর’ (১৯৯২) উপন্যাসটিতে এই মেদিনীপুর জেলার মেট্যাল গ্রামের লোখাদের জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন, চৌর্যবৃত্তি এদের বংশ পরম্পরা গত পেশা। অশিক্ষা ও দারিদ্রতার কারণে তারা যে আশির দশকের শেষেও অন্ধকারে ডুবে রয়েছে, সেই অভিশপ্ত জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। এর থেকে উত্তরণের জন্য তিনি সমসাময়িক সরকারি কর্মসূচিকে উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। সেই কারণে ‘তস্কর’ উপন্যাস এসেছে অপারেশন বর্গা ভূমিহীন লোখারা সরকারি তৎপরতায় জমির পাট্টা পেতে শুরু করে। জীবন পরিবর্তনের চিত্র ও এনেছেন লেখক, এই উপন্যাসের শেষের দিকে দেখা যায় লোখা পাড়ার ছেলে মেয়েরা স্কুলে যেতে শুরু করেছে। ‘চারণভূমি’ (১৯৯৪) উপন্যাসটি প্রধানত মেমপালক দের জীবন নিয়ে লেখা। পশ্চিমের রাঁচি, হাজারীবাগ, মেদিনীপুর, হুগলি পর্যন্ত-বাংলা ও বিহারের এক বিশাল এলাকাজুড়ে ঘুরে বেড়ানো বাগাল-ম্যাড়াল দের পথের জীবনকে তুলে ধরেছেন। এই মেমপালকদের জীবনের দুঃখ যন্ত্রণা হতাশাকে দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের লৌকিক বিশ্বাস, সংস্কারের নানাদিককেও তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসে ঝাড়খন্ড রাঁচি হাজারীবাগের কথ্যভাষা সঙ্গে মিশ্রিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ লেখকের সুদীর্ঘ জীবন অভিজ্ঞতারই পরিচয় দেয়।

Reference:

১. মিশ্র, ভগীরথ, ‘সার্বজনীন চিরন্তন তাকে ছুঁতে চাই’, ‘দিবারাত্রি কাব্য’ সাহিত্য পত্রিকা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৩, পৃ. ৩৩
২. পূর্বোক্ত
৩. মিশ্র, ভগীরথ, ১৪১৫ আমার সৃষ্টির নেপথ্য কথা, কোরক সাহিত্য পত্রিকা প্রাক শারদ, পৃ. ৩৫
৪. চক্রবর্তী, সুমিতা, ছোটগল্পের বিষয় আশয়, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪, পৃ. ৫১
৫. কর্মকার, লক্ষণ, সৃজন ছোটগল্প বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা, আগস্ট, ২০১৯, পৃ. ৪৪

Bibliography:

- মিশ্র, ভগীরথ, ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’, দেশ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ - ২০০২
মিশ্র, ভগীরথ, ‘তস্কর’, দে’জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ - ১৯৯২
কর্মকার, লক্ষণ, ‘সৃজন’ ছোট গল্প বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা, আগস্ট - ২০১৯
বসু, যোগেশচন্দ্র, *বঙ্গ সাহিত্যে মেদিনীপুর*, ১৯১৪, Internet Archive,
<https://archive.org/>. Accessed 9 July 2026.
www.midnapore.in
www.wikipedia.org